# SOCIAL HISTORY OF THE BENGALI CUISINE FROM BENGALI COOKING BOOKS, LITERATURE AND OTHER WRITINGS

Biswajit Panda

29-08-2018

File No. CCRT/SF-3/143/2015

Senior Fellowship for 2013-2014, Field: Literature, Sub-field: Bengali

Address: D-8/15, Karunamayee Housing Estate, Salt Lake, Kolkata 700 091

E-mail: biswajitpanda400@gmail.com

Phone: 09674884063

# বাঙালির খাদ্য-সংস্কৃতির সামাজিক ইতিহাস

বিশ্বজিৎ পণ্ডা

১৯৩১-এ আবিষ্কৃত হয় শিলালিপিটি। বড়ু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় গ্রামে। মৌর্যযুগের খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। সেখানে বলা আছে, সংবঙ্গীয়দের গ্রামে দুর্ভিক্ষের জন্য, রাজার আদেশ এসেছে মহামাত্রের মাধ্যমে পুণ্ড্রনগরের রাজপুরুষের কাছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের আপৎকালীন অবস্থার ভিত্তিতে সাহায্য পৌঁছে দাও। জোগান দাও তিল, সর্ষে, ধান আর কিছু অর্থ।

এই হল বাংলার প্রথম লিখিত ইতিহাস। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, খাদ্যদ্রব্য হিসেবে তিল, সর্ষে আর ধানের প্রচলন ছিল ব্যাপকভাবে; আজ থেকে দু হাজার তিনশ বছর আগে। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ভাত, ধান থেকে উৎপন্ন, তা বাংলায় আসে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। গোলাম মুরশিদ তাঁর *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬) বইতে জানাচ্ছেন, 'চীন ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জায়গায় ধান চাষ হতো শুকনো মাটিতে। ভারতবর্ষেই সম্ভবত পানিতে ডোবানো জমিতে প্রথম ধানের চাষ হয়। এ ধরনের চাষ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিশেষ অনুকূল ছিলো। সে কারণেই কালে-কালে ভাত বাঙালিদের প্রধান খাবারে পরিণত হয়' কালিদাসের *রঘুবংশ* কাব্যের রঘু বঙ্গদেশে এসেছিল, সেখানেও ধান চাষের উল্লেখ আছে।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-এ উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জাতের উৎকৃষ্ট ধান চাষের উল্লেখ আছে। নীহাররঞ্জন রায় *বাঙালীর ইতিহাস* (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩)-এ প্রাচীন বাংলায় যে সরষের চাষ হত, তার উল্লেখ করেছেন। এর ব্যবহার দু'রকমের। এক, মশলা হিসেবে। দুই, রান্নার তেল হিসেবে। বৈদিক সাহিত্যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে, চরক সংহিতায় সরষের তেলের উল্লেখ আছে।



বিশ্বজিৎ পণ্ডা
27-08-2018